৭২

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ MAR. 15 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের বাইরে পড়াশুনা করে দেড় লক্ষাধিক শিক্ষার্থী

আগামী শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হয়নি

মোঃ আব্দুর রহিম ॥ দেশ স্বাধীনের ২৭ বছর পরও আমাদের দেশের গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন আসেনি। আগামী ২০০০ সাল থেকে যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শতাব্দী শুরু হবে এর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শিক্ষা ক্ষেত্রে কোন প্রস্তুতি নেয়া হয়নি। উদ্যোগ নেয়া হয়নি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর। অথচ শিক্ষার বিষয়ে সরকারসমূহের উদাসীনতা, উপার্জনমুখী শিক্ষার অভাব এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ না থাকায় প্রতিবছর কম-বেশী দেড় লাখ ছাত্র-ছাত্রী বিদেশে লেখাপড়া করছে। এর ফলে কমপক্ষে দেড় হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হচ্ছে।

বাংলাদেশের বাইরে যারা লেখাপড়া করতে যায় তাদের মধ্যে রয়েছে— প্রথম শ্রেণী থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষা এবং বিশেষজ্ঞ শিক্ষাস্তরের শিক্ষার্থী।

৫ এর পাতায় দেখুন

আগামী শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হয়নি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আমাদের দেশের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী এবং ধনাঢ্য পরিবারের ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ বাইরে লেখাপড়া করতে যায়। এদের মধ্যে রয়েছে ব্যবসায়ী, উঁচু পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তা এবং রাজনীতিবিদদের সন্তান।

লেখাপড়ার জন্য যারা বাইরে যায় তাদের শতকরা ৯৫ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী ভারতে লেখাপড়া করতে যায়। অবশিষ্ট ৫ ভাগ শিক্ষার্থী আমেরিকা, বৃটেন, মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে লেখাপড়া করে। ভারতীয় দূতাবাস তথ্য কেন্দ্র, সরকারী প্রতিষ্ঠান বেনবেজ এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এডুকেশন রিচার্স এন্ড ডেভলপমেন্ট সেন্টার-এর (ইআরডিসি) তথ্য অনুযায়ী এ বছর দেড় লাখ ছাত্র-ছাত্রী ভারতে লেখাপড়া করছে। বৃটেন-আমেরিকাসহ পশ্চিমা দেশসমূহে কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করছে বলে জানা গেছে।

যারা বাইরে লেখাপড়া শিখছে, লেখাপড়া শেষে তাদের শতকরা ৯৮ ভাগই বিদেশে কর্ম সংস্থানের সুযোগ পায় বা সুযোগ খুঁজে নেয়। এর ফলে শিক্ষা, চিকিৎসা, গবেষণা, পরিকল্পনা ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে আমাদের দেশ মেধাস্বল্পতায় ভুগে।

ছেলেদেরকে দেশের বাইরে লেখাপড়া করায় এমন ২/৩ জন অভিভাবকের সাথে আলাপ করে তাদের সন্তানদের দেশের বাইরে লেখাপড়া করানোর যে সব কারণ খুঁজে পাওয়া গেছে সেগুলো হচ্ছে ঃ দেশে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ না থাকা, আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষার অভাব, লেখাপড়ার সাথে কর্ম সংস্থানের কোন যুগসূত্র না থাকা, গৃহশিক্ষকতা নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থার উপর বিশ্বস্ততা হারিয়ে যাওয়া এবং ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাদান পদ্ধতি।

আগামী ২ হাজার সাল থেকে শুরু হবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শতাব্দী। এর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিশ্বের উন্নত দেশসমূহ বিগত ২৫ বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে ব্যাপক পরিকল্পনার মাধ্যমে তাদের নিজ নিজ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত মান উন্নয়ন করে আধুনিকীকরণ করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি বরং ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে নকল নির্ভর পরীক্ষা পদ্ধতি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ক্রমেই অন্ধকারের অতল গহবরে নিমজ্জিত করছে। শিক্ষার এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে আগামী এক দশকে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ধস নামবে। আর তখন সক্ষম একজন অভিভাবকও তার সন্তানকে এদেশে লেখাপড়া করানোর চিন্তা করবেন না। ফলে বাংলাদেশ থেকে আকাশপথে মাত্র ৬০ মিনিটের দূরত্বের ব্যবধানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যা হবে বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রী।

জাতীয় পর্যায়ের শিক্ষাবিদগণের মতে, আগামী শতাব্দীকে সামনে রেখে আমাদের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় গুণগত ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন আনার সময় হাতে নেই। এমতাবস্থায় বিষয়টিকে রাজনৈতিকভাবে গ্রহণ করে একমতে কাজ করতে পারলে শিক্ষা ক্ষেত্রে ধস ঠেকানো সম্ভব হতে পারে।